গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
প্রশাসন-২ অধিশাখা

জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ এর মার্চ/২০২১ মাসের মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	মোঃ আনিছুর রহমান সিনিয়র সচিব, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
সভার তারিখ	২৭-০৪-২০২১
সভার সময়	সকাল-১১.০০ ঘটিকা
স্থান	অনলাইন ভিডিও সিস্টেম
উপস্থিতি	রেকর্ডেড

সভাপতি উপস্থিত সকলকে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের মার্চ/২০২১ মাসের অনলাইন সমন্বয় সভায় স্বাগত জানান। সভাপতি অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) জনাব মোঃ আজিজুল ইসলাম'কে সভা শুরু করার জন্য আহ্বান জানান। সভাপতির অনুমতিক্রমে অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) সভা শুরু করেন। সভাপতি নবযোগদানকৃত জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ এর অতিরিক্ত সচিব, জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর আলম, বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশনের সচিব, জনাব রুবিনা ফেরদৌসী ও সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক, জনাব মোঃ মিজানুর রহমান'কে স্বাগত জানান। অতঃপর সভাপতির অনুমতিক্রমে এ বিভাগের উপসচিব (প্রশাসন-২ অধিশাখা) পাওয়ার পয়েন্টে পর্যায়ক্রমে সভার কার্যপত্র উপস্থাপন করেন।

২। সভায় উপস্থিত সদস্যগণের সর্বসম্মতিতে গত ২৫-০৩-২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত ফেব্রুয়ারি/২০২১ মাসের সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়/নিশ্চিত করা হয়।

৩। গত ২৫-০৩-২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত মাসিক সমন্বয় সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি ও অন্যান্য বিষয়ে নিম্নরূপ আলোচনা, পর্যালোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
৩.১	এ বিভাগের অধীন দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানির গুরুত্বপূর্ণ অনিষ্পন্ন বিষয়ে সভায় আলোচনা করা হয়। উপসচিব (প্রশাসন-২) জানান যে, পেট্রোবাংলা, বিএমডি, জিএসবি ও বিস্ফোরক পরিদপ্তর হতে অনিষ্পন্ন বিষয়ের তালিকা পাওয়া গেছে। পেট্রোবাংলার অনিষ্পন্ন তালিকায় অডিট আপত্তির বিষয়সমূহ রয়েছে। বিএমডির অনিষ্পন্ন তালিকায় তাদের নিজস্ব লোগো অনুমোদনের বিষয়টি রয়েছে। এ বিষয়ে বিএমডি হতে নতুন প্রস্তাব পাওয়া গেলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। জিএসবির অনিষ্পন্ন তালিকায় পদনাম	(ক) দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানির অনিষ্পন্ন বিষয়সমূহ কতদিন যাবত কোথায় অনিষ্পন্ন রয়েছে তার তালিকা প্রতি সমন্বয় সভার পূর্বে এ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে। (খ) বিএমডির নিজস্ব লোগো অনুমোদনের জন্য নতুন করে প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে।	সংশ্লিষ্ট শাখা/অধিশাখা ও সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থা/ কোম্পানি

	পরিবর্তনের প্রস্তাব রয়েছে। প্রস্তাবটি জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। পদনাম পরিবর্তনের বিষয়ে সভাপতি উল্লেখ করেন যে, স্থানীয় সরকার বিভাগ হতে সম্প্রতি একটি কার্যবিবরণী পাওয়া গেছে। কার্যবিবরণীতে স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতাধীন কর্পোরেশন/ অফিসসমূহের সচিব ও অন্যান্য পদের নাম পরিবর্তনের একটি আদেশ জারী করা হয়েছে। এর আলোকে এ বিভাগের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানির সচিব পদসমূহ পরিবর্তনের বিষয়ে কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারে। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বিসিএমসিএল জানান যে, খনিমুখে পরিমাপকৃত ওজন থেকে গড় বিবেচনায় পানি/ময়েশ্চার বাদ দিয়ে উত্তোলিত কয়লার পরিমাণ নির্ধারণ বিষয়ে গত ০১/০৪/২০২১ তারিখে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। তিনি উল্লেখ করেন যে, ৪র্থ চুক্তির জন্য ইতোমধ্যে যে দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে সেখানে ৩.৩৯% অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে সভাপতি বলেন যে, বিষয়টি জারির পূর্বে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নীতিগত অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে। তবে, বর্তমান পরিস্থিতি স্বাভাবিক হওয়ার পর প্রস্তাবটি প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রেরণ করা সমীচীন হবে। পেট্রোবাংলা, বিপিসি ও কোম্পানিসমূহের আন্তঃ দেনা-পাওনার dispute সমূহ নিরসনের বিষয়ে সভায় জানানো হয় যে, পেট্রোবাংলার সাথে বিপিসির বকেয়া দেনা-পাওনা ইতোমধ্যে পরিশোধ/সমন্বয় করা হচ্ছে। পেট্রোবাংলার কোম্পানিসমূহের সাথে বিপিসি ও কোম্পানিসমূহের অধিকাংশ দেনা-পাওনা ইতোমধ্যে নিষ্পত্তি হয়েছে। সভাপতি এ প্রসঙ্গে সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং শতভাগ নিষ্পত্তির জন্য কার্যক্রম অব্যাহত রাখার আহ্বান জানান। চেয়ারম্যান, পেট্রোবাংলা জানান যে, বর্তমান করোনা মহামারী পরিস্থিতিতে বিইআরসির সাথে ফিজিক্যালি আলোচনা করতে না পারায় বাপেক্স ও সুন্দরবন গ্যাস কোম্পানি লিঃ এর ওয়েলহেড মার্জিন পুনঃনির্ধারণ ও অন্যান্য বিষয় সমাধানে বিলম্ব হচ্ছে। বর্তমান পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে এ বিষয়গুলো দ্রুত সমাধান হবে মর্মে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। সভায় জানানো হয় যে, বর্তমান করোনা মহামারী পরিস্থিতিতে আরপিজিসিএল এর	(গ) খনিমুখে পরিমাপকৃত ওজন থেকে গড় বিবেচনায় পানি/ময়েশ্চার বাদ দিয়ে উত্তোলিত কয়লার পরিমাণ নির্ধারণ বিষয়ে প্রাপ্ত প্রস্তাব যাচাই-বাছাইপূর্বক পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। (ঘ) পেট্রোবাংলা, বিপিসি ও কোম্পানিসমূহের আন্তঃ দেনা-পাওনার dispute সমূহ শতভাগ নিরসনের কার্যকর পদক্ষেপ অব্যাহত রাখতে হবে। (ঙ) বর্তমান করোনা মহামারী পরিস্থিতিতে আরপিজিসিএল এর ট্যারিফ নির্ধারণ দুরূহ হওয়ায় সিএনজির ডেনসিটি ফ্যাক্টর .৬৭% বাস্তবায়নের বিষয়ে সময় চেয়ে শিল্প মন্ত্রণালয় ও বিএসটিআই বরাবর প্রেরিত পত্রের বিষয়ে ফলোআপ করতে হবে।	

	ট্যারিফ নির্ধারণ দুরূহ হওয়ায়সিএনজির ডেনসিটি ফ্যাক্টর .৬৭% বাস্তবায়নেরবিষয়ে সময় চেয়ে শিল্প মন্ত্রণালয় ও বিএসটিআই বরাবর এ বিভাগ হতে গত ০৭-০৪-২০২১ তারিখে পত্র দেয়া হয়েছে। সভাপতি বিষয়টি ফলোআপ করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।		
৩.২	সভায় জানানো হয় যে, এলএনজি মার্জিন, আইওসি গ্যাস ও এনবিআর এর পাওনা টাকা নিয়মিতভাবে পরিশোধ অব্যাহত রয়েছে। চেয়ারম্যান, পেট্রোবাংলা জানান যে, এনবিআর এর পাওনা টাকার দাবীনামা অর্থাৎ ঢাকা ও চট্টগ্রাম কাস্টমস হাউসের পাওনা টাকা সমন্বয় করে ইতোমধ্যে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে সভাপতি বলেন যে, পেট্রোবাংলার প্রস্তাবের সাথে এনবিআর এর দাবীনামার গড়মিল রয়েছে। এ বিভাগের উপসচিব (বাজেট) জানান যে, এনবিআর হতে ডিসেম্বর ২০১৭ হতে দাবী করা হয়েছে। কিন্তু পেট্রোবাংলা প্রস্তাব প্রেরণ করেছে ডিসেম্বর ২০১৮ হতে। তাই বিষয়টি স্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন। চেয়ারম্যান, পেট্রোবাংলা জানান যে, ডকুমেন্টের ভিত্তিতেই দাবীনামা পরিশোধের প্রস্তাব করা হয়েছে। সভাপতি বলেন যে, বিষয় দুটি এনবিআর এর নজরে নিয়ে চলমান লকডাউন শেষে সংশ্লিষ্টদের সাথে বসে সমাধান করতে হবে। এ বিভাগের উপসচিব (বাজেট) জানান যে, ২০২০-২১ অর্থবছরে এলএনজির আমদানি ব্যয় নির্বাহের জন্য ভর্তুকি বাবদ পেট্রোবাংলার অনুকূলে ৩,৯৪১.২০ কোটি টাকা এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে পরিশোধের লক্ষ্যে ১০৯৭.৫৬ কোটি টাকা জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের অনুকূলে বরাদ্দ প্রদানের জন্য অর্থ বিভাগকে অনুরোধ করা হয়। অর্থ বিভাগ হতে Excelerate Energy Bangladesh Ltd. এবং Summit LNG Terminal Co. (Pvt.) Ltd. শীর্ষক দুটি টার্মিনাল কোম্পানি কর্তৃক ডিসেম্বর/২০১৭ হতে ফেব্রুয়ারি/২০২১ সময়কালে Parmanent Import ক্যাটাগরিভুক্ত আমদানিকৃত পণ্যের ওপর প্রযোজ্য শুল্ক করাদি জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে পরিশোধের নিমিত্ত ১০৯৭.৫৬ কোটি মঞ্জুরী প্রদান করা হয়েছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে এলএনজির আমদানি ব্যয়	(ক) এলএনজি মার্জিন, আইওসি গ্যাস ও এনবিআর এর পাওনা টাকা নিয়মিতভাবে পরিশোধ অব্যাহত রাখতে হবে। (খ) এনবিআর এর সাথে যোগাযোগ করে চট্টগ্রাম কাস্টমস হাউজ ও ঢাকা কাস্টমস হাউজের দাবীনামাগুলো পরীক্ষান্তে বিষয়টি জরুরী ভিত্তিতে সমাধান করতে হবে।_ (গ) ২০২০-২১ অর্থবছরে এলএনজির আমদানি ব্যয় নির্বাহের জন্য ভর্তুকি বাবদ পেট্রেবাংলার অনুকূলে ৩,৯৪১.২০ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদানের বিষয়ে অর্থ বিভাগে পুনরায় প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে। (ঘ) এলএনজি খাতে ভর্তুকি নীতিমালা প্রণয়নের কার্যক্রম ত্বরান্বিত করতে হবে। (ঙ) যে সকল কোম্পানি ইক্যুইটি খাতের টাকা অদ্যাবধি পেইড আপ ক্যাপিটালে রুপান্তর করেনি তাদেরকে দ্রুত এ কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে।	প্রশাসন/ অপারেশন অনুবিভাগ ও পেট্রোবাংলা/ সংশ্লিষ্ট সকল কোম্পানি

	নির্বাহের জন্য ভর্তুকি বাবদ পেট্রোবাংলার অনুকূলে ৩,৯৪১.২০ কোটি টাকা বরাদ্দের জন্য অর্থ বিভাগকে পুনরায় অনুরোধ করা হবে। চেয়ারম্যান, পেট্রোবাংলা জানান যে, এলএনজি খাতে ভর্তুকি নীতিমালার খসড়া প্রণয়নের কাজ চলমান রয়েছে। বর্তমান পরিস্থিতিতে ফিজিক্যালি বসতে না পারায় নীতিমালা প্রণয়নের কাজে কিছুটা বিলম্ব হচ্ছে। সভাপতি বলেন যে, যেহেতু অর্থ বিভাগ প্রতিবারই শর্তটি অন্তর্ভুক্ত করে তাই নীতিমালা প্রণয়নের কার্যক্রম ত্বরান্বিত করতে হবে। পেট্রোবাংলার আওতাধীন কোম্পানিসমূহের ইক্যুইটি খাতের টাকা পেইড আপ ক্যাপিটালে রূপান্তরের বিষয়ে প্রাপ্ত তথ্য সভায় উপস্থাপন করা হয়। যে সকল কোম্পানি অদ্যাবধি ইক্যুইটি খাতের টাকা পেইড আপ ক্যাপিটালে রূপান্তর করেনি তাদেরকে দ্রুত এ কার্যক্রম সম্পন্ন করার জন্য সভাপতি নির্দেশনা প্রদান করেন।		
৩.৩	**বিস্ফোরক পরিদপ্তর:** সভায় জানানো হয় যে, মন্ত্রিসভা কমিটি কর্তৃক গঠিত কারিগরি কমিটি বিস্ফোরক জাতীয় দ্রব্যের সকল কার্যক্রম এক প্রতিষ্ঠানের আওতায় আনার নিমিত্ত ওয়ান স্টপ সার্ভিসের রূপরেখা প্রণয়নের লক্ষ্যে এ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (অপারেশন)-কে আহ্বায়ক করে তিন সদস্যের উপ-কমিটি গঠন করে। উক্ত উপকমিটি কর্তৃক দাখিলকৃত প্রতিবেদন গত ১২/০৪/২০২১ তারিখে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। সভাপতি বলেন যে, এ বিষয়ে পরবর্তী সিদ্ধান্ত কি আসে তার জন্য অপেক্ষা করা যেতে পারে।	মন্ত্রিসভা কমিটি কর্তৃক গঠিত কারিগরি কমিটি বিস্ফোরক জাতীয় দ্রব্যের সকল কার্যক্রম এক প্রতিষ্ঠানের আওতায় আনার নিমিত্ত ওয়ান স্টপ সার্ভিসের রূপরেখা প্রণয়নের লক্ষ্যে গঠিত উপ-কমিটির প্রতিবেদনের ওপর সিদ্ধান্ত প্রাপ্তির পর পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।	অপারেশন অনুবিভাগ/প্রশাসন-৩ শাখা ও বিস্ফোরক পরিদপ্তর

৩.৪	**হাইড্রোকার্বন ইউনিট:** মহাপরিচালক, হাইড্রোকার্বন ইউনিট জানান যে, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ও সিনিয়র সচিব মহোদয়ের অফিসকক্ষে ড্যাশবোর্ডের তথ্যাদি প্রদর্শনের লক্ষ্যে দুটি মনিটর সংগ্রহের কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে। এ প্রসঙ্গে সভাপতি বলেন যে, ড্যাশবোর্ডের তথ্যাদি প্রদর্শনের জন্য পৃথক মনিটরের প্রয়োজন নেই। অফিসকক্ষের টেলিভিশনে ডিভাইস স্থাপনের মাধ্যমে এটি করা যেতে পারে। সচিব, বিপিসি জানান যে, বিপিসির ওয়েবসাইটে ড্যাশবোর্ড প্রদর্শনের পাশাপাশি নিয়মিত তথ্য আপডেটের কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে। ড্যাশবোর্ডের তথ্যাদি নিয়মিত হালনাগাদের বিষয়টি মনিটরিং করার জন্য সভাপতি মহাপরিচালক, হাইড্রোকার্বন ইউনিট'কে নির্দেশনা প্রদান করেন।	ড্যাশবোর্ডের তথ্যাদি নিয়মিত হালনাগাদ করতে হবে।	পরিকল্পনা অনুবিভাগ/ আইসিটি শাখা/ হাইড্রোকার্বন ইউনিট/ বিপিসি ও পেট্রোবাংলা
৩.৫	**খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি):** মহাপরিচালক, বিএমডি জানান যে, হবিগঞ্জে জব্দকৃত সিলিকাবালু নিলাম দেয়ার বিষয়ে গৃহীত ও চলমান কার্যক্রমের বিষয়ে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগে গত ৩১-০৩-২০২১ তারিখে একটি প্রতিবেদন প্রেরণ করা হয়েছে। উক্ত প্রতিবেদনে একটি জায়গার সিলিকাবালু নিলাম দেয়ার বিষয়ে প্রস্তাব রয়েছে। সভাপতি বলেন যে, ১৪২৮ হতে পরবর্তী দুই বছরের জন্য হবিগঞ্জ জেলার সিলিকাবালু ইজারা দেয়ার বিষয়ে অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে। এ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (অপারেশন) জানান যে, বিএমডি হতে ৩১-০৩-২০২১ তারিখে প্রেরিত প্রস্তাবটি অনুমোদিত হয়েছে। জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ পর্যায়ে সিলিকাবালু ইজারার বিষয়ে বিএমডির কোন প্রস্তাব আপাততঃ পেন্ডিং নেই।	সিলিকাবালু ইজারা/নিলাম দেয়ার বিষয়ে গৃহীত কার্যক্রমের অগ্রগতি পরবর্তী সমন্বয় সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	অপারেশন অনুবিভাগ/ বিএমডি

৩.৬	**বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইনস্টিটিউট (বিপিআই):** মহাপরিচালক, বিপিআই জানান যে, বিপিআই এর জনবল কাঠামো সংস্কারের লক্ষ্যে IIFC এর নিকট হতে প্রাপ্ত কারিগরি ও আর্থিক প্রস্তাব বিপিআই এর গভর্ণিং বোর্ডের গত ২৫-০৩-২০২১ তারিখের সভায় উপস্থাপিত হয়। বোর্ড সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী IIFC এর সাথে একটি নেগোসিয়েশন সভা করা হবে। চলমান লকডাউনের পরপরই এ বিষয়ে কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। তিনি আরো জানান যে, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ হতে কেন্দ্রীয়ভাবে ডাটা সেন্টার স্থাপনের বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। কোন সংস্থা পর্যায়ে বিচ্ছিন্নভাবে ডাটা সেন্টার স্থাপন করা যাবে না। কিন্তু বিপিআই এ্যাক্টে ডাটা সেন্টার স্থাপনের বিষয়টি উল্লেখ রয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় ডিপিপিতে ডাটা সেন্টার স্থাপনের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তাই এ বিষয়টি বিপিআই গভণিং বোর্ড সভায় উপস্থাপন করা হবে। বোর্ড সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। তিনি জানান যে, বিপিআই এর জনবল কাঠামো সংস্কার ও ডাটা সেন্টার স্থাপন দুটি দীর্ঘমেয়াদি বাস্তবায়নযোগ্য বিষয়। তাই এ বিষয় দুটির অগ্রগতি প্রতিমাসের সমন্বয় সভায় সরবরাহ করা দুরূহ ব্যাপার। তাই তিনি বিষয়টি সমন্বয় সভার এজেন্ডা হতে বাদ দেয়ার প্রস্তাব করেন। ডাটা সেন্টার স্থাপনের বিষয়টি বিপিআই এর গভর্ণিং বোর্ড সভায় উপস্থাপনের নির্দেশনা প্রদান করেন। প্রয়োজনে এ বিষয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের মতামত গ্রহণ করা যেতে পারে মর্মে সভাপতি মতামত ব্যক্ত করেন। বিপিআই এর চলমান কার্যক্রমের অগ্রগতি প্রতি সমন্বয় সভায় উপস্থাপন না করে প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সমন্বয় সভায় উপস্থাপনের বিষয়ে সভাপতি নির্দেশনা প্রদান করেন।	বিপিআই'কে কার্যকর ও গতিশীল প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার লক্ষ্যে গৃহীত কার্যক্রমের অগ্রগতি প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর অনুষ্ঠিতব্য সমন্বয় সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	পরিকল্পনা অনুবিভাগ/প্রশাসন-৩ অধিশাখা/ বিপিআই

৩.৭	চেয়ারম্যান, পেট্রোবাংলা জানান যে, লাফার্জ সুরমা সিমেন্ট লিঃ এর ট্যারিফ মামলার বিষয়ে অ্যাপীলাট ডিভিশন হতে অদ্যাবধি সার্টিফাইড কপি পাওয়া যায়নি। এ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (অপারেশন) জানান যে, এ বিষয়ে মাননীয় প্রধান বিচারপতির একান্ত সচিবের সাথে যোগাযোগ করা হয়েছে। তিনি জানিয়েছেন যে, আদেশের খসড়াটি সংশ্লিষ্টদের নিকট প্রেরণ করা হয়েছে। চলমান লকডাউনের কারণে সংশ্লিষ্টদের নিকট হতে অদ্যাবধি কনফার্মেশন না আসায় সার্টিফাইড কপি প্রেরণে বিলম্ব হচ্ছে। সভাপতি বিষয়টি ফলোআপ করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। চেয়ারম্যান, পেট্রোবাংলা জানান যে, ট্যারিফ সংক্রান্ত ভবিষ্যতের আরো জটিলতা নিরসনের লক্ষ্যে বিদ্যমান GSA গুলো একজন অভিজ্ঞ আইনজীবীর মাধ্যমে পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য পর্যায়ক্রমে প্রেরণ করা হচ্ছে। এ প্রসঙ্গে সভাপতি বলেন যে, GSA গুলো ইউনিফাইড আকারে তৈরির জন্য সিদ্ধান্তটি গৃহীত হয়েছে। বিষয়টি অব্যাহত রাখার জন্য সভাপতি নির্দেশনা প্রদান করেন। বিপিসি ও পেট্রোবাংলার কন্ট্রাক্টগুলো ভেটিংয়ের জন্য দুই সংস্থা একত্রে ২-৩ জনের একটি প্যানেল Lawyer তৈরির কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে মর্মে সভায় অবহিত করা হয়।	(ক) লাফার্জ সুরমা সিমেন্ট লিঃ এর ট্যারিফ মামলার বিষয়ে অ্যাপীলাট ডিভিশন হতে সার্টিফাইড কপি প্রাপ্তির বিষয়টি ফলোআপ করতে হবে। (খ) ট্যারিফ সংক্রান্ত ভবিষ্যতের আরো জটিলতা নিরসনের লক্ষ্যে বিদ্যমান GSA গুলো একজন অভিজ্ঞ আইনজীবীর মাধ্যমে পরীক্ষা-নিরীক্ষার কার্যক্রম ত্বরান্বিত করতে হবে। (গ) বিপিসি ও পেট্রোবাংলার কন্ট্রাক্টগুলো ভেটিংয়ের জন্য দুই সংস্থা একত্রে ২-৩ জনের একটি প্যানেল Lawyer তৈরির কার্যক্রম গ্রহণ করবে।	অপারেশন অনুবিভাগ/ ও বিপিসি/ পেট্রোবাংলা/ জেজিটিডিএসএল/সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কোম্পানি
৩.৮	ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বিসিএমসিএল জানান যে, ১৩০৭ ফেইস হতে ৩১-০৩-২০২১ তারিখে কয়লা উৎপাদন শেষ হয়েছে এবং উক্ত ফেইস হতে ৪ লক্ষ টন উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে প্রায় ৪.৬ লক্ষ টন কয়লা উৎপাদিত হয়। মে ২০২১ মাসের মধ্যে ১৩০৭ ফেইস থেকে উৎপাদন যন্ত্রপাতি স্যালভেজ করে পরবর্তী উৎপাদন ফেইস ১৩১০ এ স্থাপন করে জুন ২০২১ মাসের প্রথম সপ্তাহের পরিবর্তে মে/২১ মাসের ১০-১৫ তারিখ থেকে কয়লা উৎপাদন শুরু করা সম্ভব হবে মর্মে চাইনিজ কোম্পানি জানিয়েছে। ১৩১০ ফেইস থেকে ৪.২ লক্ষ টন কয়লা উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত রয়েছে। বর্তমানে ৫৪৪ জন শ্রমিক খনিতে অবস্থান করে কর্মরত রয়েছেন। খনিতে অবস্থানরত ৫৪৪ জন শ্রমিকের ২য় ডোজ টিকা প্রদানের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। নতুন ফেইসের কয়লা উৎপাদন ২০ দিন এগিয়ে আনায় সভাপতি	কয়লা ও পাথর উৎপাদন নিরবচ্ছিন্ন রাখার জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।	অপারেশন অনুবিভাগ/ পেট্রোবাংলা/ এমজিএমসিএল/বিসিএমসিএল

	ব্যবস্থাপনা পরিচালককে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। নতুন চুক্তির বিষয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নীতিগত সম্মতির ওপর কী কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে সে বিষয়ে সভাপতি জানতে চান। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বিসিএমসিএল জানান যে, আগামী ০৩-০৫-২০২১ তারিখে আর্থিক ও কারিগরি দরপত্র দাখিল করবে। দরপত্র মূল্যায়নের জন্য কারিগরি উপ-কমিটি গঠনের প্রস্তাব জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। এ বিভাগের সিনিয়র সহকারী সচিব (উন্নয়ন-৫) জানান যে, পেট্রোবাংলা হতে টেকনিক্যাল সাব-কমিটি গঠনের প্রস্তাব পাওয়া গেছে। টেকনিক্যাল সাব-কমিটি গঠনের প্রস্তাবটি পিপিসি সভায় উপস্থাপন করা হবে। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, এমজিএমসিএল জানান যে, পাথর উৎপাদনের ধারাবাহিকতা অব্যাহত রয়েছে। বিদ্যমান চুক্তির মেয়াদকালীন উৎপাদন ও উন্নয়ন কার্যক্রম অব্যাহত রাখার জন্য বর্তমানে পর্যাপ্ত পরিমাণ বিস্ফোরক মজুদ রয়েছে এবং ভবিষ্যতে প্রয়োজনীয় বিস্ফোরক আমদানির বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। খনির উৎপাদন ও উন্নয়ন সংক্রান্ত Operation and Management ঠিকাদার নিয়োগের লক্ষ্যে আহ্বানকৃত আন্তর্জাতিক উন্মুক্ত দরপত্রের দর প্রস্তাব দাখিলের সময় আগামী ২০-০৬-২০২১ তারিখ নির্ধারিত রয়েছে। এ যাবত ১৬টি দরপত্র (Schedule) বিক্রয় হয়েছে। সভাপতি পাথর উৎপাদনের ধারাবাহিকতা রক্ষার্থে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম অব্যাহত রাখার বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান করেন।		
৩.৯	মডেল ফিলিং স্টেশন স্থাপনের অগ্রগতি বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পিওসিএল জানান যে, পিওসিএল এর আওতাধীন ঢাকা-টাংগাইল মহাসড়কে একটি এবং ঢাকা-সিলেট মহাসড়কে একটি মোট দুটি মডেল ফিলিং স্টেশন স্থাপনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ঢাকা-সিলেট মহাসড়কে মডেল ফিলিং স্টেশনটির বাউন্ডারি ওয়াল, জমি ভরাট, স্টোরেজ ট্যাংক বসানো, অফিস বিল্ডিংসহ অন্যান্য কার্যক্রম মোটামুটি সন্তোষজনক পর্যায়ে রয়েছে। তিনি উল্লেখ করেন যে, কাজের পরিধি ব্যাপক। দ্রুততম সময়ে কাজ সম্পন্নের জন্য কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, এমপিএল জানান	(ক) মুজিব বর্ষ এবং এপিএ'র লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী তিনটি তেল বিপণন কোম্পানি কর্তৃক কমপক্ষে ১টি করে মোট ৩টি মডেল ফিলিং স্টেশন স্থাপন আগামী জুন/২০২১ এর মধ্যে সম্পন্ন করার জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম ত্বরান্বিত করতে হবে। (খ) জ্বালানি তেলের ভেজাল রোধ, জ্বালানি তেলের পরিমাণ ও মান নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে তিনটি	অপারেশন অনুবিভাগ/ বিপিসি ও পদ্মা/মেঘনা/ যমুনা অয়েল কোং

	যে, এমপিএল এর আওতায় মীরসরাইয়ে স্থাপিতব্য মডেল ফিলিং স্টেশনটির মাটি ভরাটের কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং বাউন্ডারি ওয়াল, পাইলিং এর কাজ শেষ পর্যায়ে রয়েছে। ক্যানোপি ও প্রধান বিল্ডিং এর কাজ চলমান আছে। ১৬টি ডিসপেন্সিং ইউনিট ইতোমধ্যে ক্রয় করা হয়েছে এবং বেশকিছু প্রতিষ্ঠানের অনাপত্তিপত্র সংগ্রহ করা হয়েছে। নির্ধারিত সময়ে এ মডেল ফিলিং স্টেশনটি উদ্বোধনযোগ্য করা সম্ভব হবে মর্মে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন। যেহেতু এপিএ'তে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা আছে সেহেতু তিনটি মডেল ফিলিং স্টেশন উদ্বোধনযোগ্য করার বিষয়ে সভাপতি গুরুত্বারোপ করেন। আগামী সমন্বয় সভায় মডেল ফিলিং স্টেশন স্থাপনের অগ্রগতির স্থির চিত্র ও ভিডিও চিত্র উপস্থাপনের জন্য সভাপতি নির্দেশনা প্রদান করেন। চেয়ারম্যান, বিপিসি জানান যে, বিপিসির আওতাধীন তিনটি বিপণন কোম্পানির নিজস্ব অর্থায়নে ফিলিং স্টেশন স্থাপন করা জরুরী। বিভিন্ন জায়গায় বিপণন কোম্পানিসমূহের নিজস্ব অর্থায়নে ফিলিং স্টেশন থাকলে জ্বালানি তেলে ভেজাল রোধ করা সম্ভব হবে। যেহেতু বিপণন কোম্পানিসমূহের আর্থিক সক্ষমতা আছে সেহেতু তারা নিজস্ব অর্থায়নে ফিলিং স্টেশন স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে। সভাপতি এ বিষয়ে একমত পোষণ করেন। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, জেওসিএল জানান যে, জেওসিএল এর আওতায় সীতাকুন্ডে স্থাপিতব্য মডেল ফিলিং স্টেশনের মাটি ভরাট ও বাউন্ডারি ওয়ালের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। চারটি ভূগর্ভস্থ স্টোরেজ ট্যাংক স্থাপন করা হয়েছে এবং অন্যান্য নির্মাণ কার্যক্রম চলমান আছে। মডেল ফিলিং স্টেশনটির সার্বিক কার্যক্রম সন্তোষজনক পর্যায়ে রয়েছে। চেয়ারম্যান, বিপিসি জানান যে, কক্সবাজার মেরিন ড্রাইভ, পদ্মা ব্রিজ সংযোগ হাইওয়ে, মিরেরসরাই বঙ্গবন্ধু শিল্প পার্ক ইত্যাদি জায়গা নির্বাচন করে বিপণন কোম্পানিসমূহ নিজস্ব অর্থায়নে মডেল ফিলিং স্টেশন স্থাপন করতে পারে। সভাপতি এ বিষয়ে একমত পোষণ করেন এবং বিপণন কোম্পানিসমূহের নিজস্ব অর্থায়নে মডেল ফিলিং স্টেশন স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণের জন্য গুরুত্বারোপ করেন।	বিপণন কোম্পানি কর্তৃক নিজস্ব অর্থায়নে দেশের বিভিন্ন স্থানে একাধিক ফিলিং স্টেশন স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। (গ) মডেল ফিলিং স্টেশন স্থাপনের অগ্রগতির স্থির চিত্র ও ভিডিও চিত্র আগামী সমন্বয় সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	

৩.১০	ব্যবস্থাপনা পরিচারক, পিওসিএল জানান যে, বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লি: ইতোমধ্যে পদ্মা অয়েল কোম্পানি লিমিটেড-কে ২০ কোটি ৭৪ লাখ ৮০ হাজার টাকা পূর্বের বকেয়া পাওনা হতে পরিশোধ করেছে। বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লি: কর্তৃক চলতি বিলগুলো পরিশোধ করা হচ্ছে। সভাপতি পূর্বের বকেয়া পাওনা আদায় অব্যাহত রাখার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, এলপি গ্যাস লিমিটেড জানান যে, চট্টগ্রাম জেলার সীতাকুন্ড উপজেলায় লতিফপুর মৌজায় ১০ একর খাস জমি এলপি গ্যাস লিমিটেডের অনুকূলে বরাদ্দের নিমিত্ত জেলা প্রশাসন, বিপিসি, এলপিজিএল ও বনবিভাগসহ সভা করার জন্য ২৪-১১-২০২০ তারিখে জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রাম কে অনুরোধ করা হয়। গত ২৩-০২-২০২১ তারিখে জেলা প্রশাসক, কক্সবাজারকে পুনরায় অনুরোধ করা হয়েছে। তিনি উল্লেখ করেন যে, উক্ত ১০ একর জমির মূল্য ধরা হয়েছে ৪৮ কোটি টাকা। জমিটি বেরিবাঁধের বাইরে অবস্থিত। বেরিবাঁধের ভিতরে ১০ একর জমি ২০-২৫ কোটি টাকার মধ্যে ক্রয় করা সম্ভব হবে। তাই তিনি ১০ একর জমি জেলা প্রশাসন, চট্টগ্রাম হতে বরাদ্দ গ্রহণের পরিবর্তে ১০ একর জমি ক্রয় করা অধিক সাশ্রয় হবে মর্মে অবহিত করেন। সভাপতি বলেন যে, যেহেতু জেলা প্রশাসন হতে তেমন কোন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়নি অপরদিকে সাশ্রয়ী মূল্যে প্রাইভেট জমি ক্রয় করা সম্ভব সেহেতু এ বিষয়ে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা সমীচীন হবে। ব্যবস্থাপনা পরিচালক আরো জানান যে, টাঙ্গাইলের এলেঙ্গায় এলপিজি সিলিন্ডার ম্যানুফেকচারিং প্রকল্পের ফিজিবিলিটি স্টাডি সম্পাদনের জন্য ০৯-০৩-২০২১ তারিখে EOI আহবান করা হয়েছে। EOI দাখিলের সর্বশেষ তারিখ (৩০-০৩-২০২১ তারিখ) ৪টি প্রতিষ্ঠান EOI দাখিল করেছে। EOI মূল্যায়নের কাজ চলছে। চলমান পরিস্থিতিতে ফিজিক্যালি সভা আহ্বান করতে না পারায় EOI মূল্যায়নের কার্যক্রম কিছুটা বিলম্ব হচ্ছে।	(ক) বাংলাদেশ বিমানের নিকট পূর্বের বকেয়া পাওনা আদায়ের বিষয়ে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে। (খ) এলপি গ্যাস লিমিটেডের অর্থায়নে এলপিজি প্ল্যান্ট বাস্তবায়নের জন্য সীতাকুন্ড উপজেলায় জেলা প্রশাসন, চট্টগ্রামের ১০ একর খাস জমির পরিবর্তে ১০ একর প্রাইভেট জমি ক্রয়ের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। (গ) টাঙ্গাইলের এলেঙ্গায় এলপিজি সিলিন্ডার ম্যানুফেকচারিং প্রকল্প বাস্তবায়ন কার্যক্রমের সর্বশেষ অগ্রগতি আগামী সমন্বয় সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	অপারেশন অনুবিভাগ ও বিপিসি/ পিওসিএল/এলপি গ্যাস লিঃ

৩.১১	উপসচিব (প্রশাসন-২) জানান যে, বর্তমান করোনা মহামারীজনিত কারণে ফেব্রুয়ারি/২০২১ মাসের পরে কোন দ্বি-পক্ষীয় ও ত্রি-পক্ষীয় সভা আয়োজন করা সম্ভব হয়নি। দ্বি-পক্ষীয় ও ত্রি-পক্ষীয় সভা যেহেতু ফিজিক্যালি আয়োজন করতে হয় সেহেতু বর্তমান পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে নিয়মিত সভা আয়োজন করার জন্য সভাপতি নির্দেশনা প্রদান করেন। সভায় ফেব্রুয়ারি/২১ পর্যন্ত দপ্তর/সংস্থার অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির তথ্যাদি পর্যালোচনা করা হয়। সভায় জানানো হয় যে, ২০১৬ পর্যন্ত অডিট আপত্তির সংকলনের কপি পেট্রোবাংলা ও বিপিসি কর্তৃক সংগৃহপূর্বক জবাব তৈরির কার্যক্রম চলমান আছে। সভাপতি বলেন যে, পিএ কমিটির কিছু তথ্য/উপাত্ত এসেছিলো, যা শাখায় প্রেরণ করা হয়েছে। উপসচিব (বাজেট) বলেন যে, সেখানে ৪টি কমিটি গঠনের বিষয় উল্লেখ ছিল, যা ইতোমধ্যে গঠন করা হয়েছে। ৩০ দিনের মধ্যে কমিটির প্রতিবেদন দেয়ার বিষয়ে পিএ কমিটির নির্দেশনা রয়েছে। বর্তমান পরিস্থিতিতে কমিটির সভাগুলো ফিজিক্যালি করা সম্ভব নয় বিধায় ৩০ দিনের মধ্যে প্রতিবেদন প্রেরণ করা সম্ভব হয়নি। সভাপতি বিষয়টি পিএ কমিটিকে পত্রের মাধ্যমে অবহিত করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।	(ক) অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে নিয়মিত দ্বি-পক্ষীয় ও ত্রি-পক্ষীয় সভা করতে হবে এবং প্রতিমাসে কয়টি দ্বিপক্ষীয় ও ত্রিপক্ষীয় সভা করা হচ্ছে তার তালিকা প্রতি সমন্বয় সভার পূর্বে প্রেরণ করতে হবে। (খ) বর্তমান করোনা মহামারীজনিত কারণে পিএ কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক ৩০ দিনের মধ্যে প্রতিবেদন সরবরাহ না বিষয়টি পিএ কমিটিকে পত্রের মাধ্যমে অবহিত করতে হবে।	বাজেট শাখা ও দপ্তর/সংস্থা/ কোম্পানি
৩.১২	সভায় এ বিভাগের দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানির বিভাগীয় মামলা, আদালতে বিচারাধীন মামলা ও রিট মামলার তথ্যাদি উপস্থাপন করা হয়। সভাপতি উল্লেখ করেন যে, টিজিটিডিসিএল, বাপেক্স ও বিজিডিসিএল এর কনটেম্পট মামলার সংখ্যা বেশি। এগুলো নিষ্পত্তিতে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণের জন্য সভাপতি চেয়ারম্যান, পেট্রোবাংলাকে নির্দেশনা প্রদান করেন। চেয়ারম্যান, বিপিসি জানান যে, বিপিসির অর্গানোগ্রাম বর্তমানে সংশোধনের কার্যক্রম চলছে। বিপিসির অর্গানোগ্রামে আইন কর্মকর্তার কোন পদ নেই। এডহক ভিত্তিতে লিগ্যাল এডভাইজারের মাধ্যমে মামলাগুলো দেখা হয়। দাপ্তরিক সাপোর্ট ও ধারাবাহিকতা রক্ষার জন্য বিপিসির অর্গানোগ্রামে আইন কর্মকর্তার পদ থাকা প্রয়োজন। সভাপতি এ বিষয়ে একমত পোষণ করেন। সভায় জানানো হয় যে, দেশে ভেজাল তেল বিক্রয় বন্ধ ও তেল সরবরাহে সঠিক পরিমাপ নিশ্চিতকরণের জন্য মনিটরিং	(ক) এ বিভাগের দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানির বিভাগীয় মামলা, আদালতে বিচারাধীন মামলা ও রিট মামলা দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে সকলকে সচেষ্ট হতে হবে। (খ) দেশে ভেজাল তেল বিক্রয় বন্ধ ও তেল সরবরাহে সঠিক পরিমাপ নিশ্চিতকরণের জন্য মনিটরিং কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। (গ) উত্তরবঙ্গের বাগাবাড়িতে অকটেন/পেট্রোলের সঙ্গে কেরোসিন মিশিয়ে বিক্রি করার অভিযোগের বিষয়ে তদন্ত কমিটির	অপারেশন অনুবিভাগ/অপারেশন-১ শাখা ও দপ্তর/ সংস্থা/ কোম্পানি

	কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। বিপণন কোম্পানিসমূহ হতে প্রেরিত ফেব্রুয়ারি, ২০২১ মাসের প্রতিবেদন থেকে জানা যায় যে, জেলা প্রশাসনের সহায়তায় বিপণন কোম্পানিসমূহ দেশব্যাপী মোট ৩০টি মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করেছে। তন্মধ্যে পদ্মা অয়েল কোম্পানি লি: (পিওসিএল) ৮টি, মেঘনা পেট্রোলিয়াম লিঃ (এমপিএল) ১১টি এবং যমুনা অয়েল কোম্পানি লিঃ (জেওসিএল) এর ১১টি। ওজনে কম দেয়া এবং অন্যান্য ত্রুটিজনিত কারণে পিওসিএল এর ৪টি, এমপিএল এর ৩টি এবং জেওসিএল এর ৪টি ফিলিং স্টেশনকে অর্থ দন্ড দেয়া হয়। তাছাড়া, বিএসটিআই কর্তৃক এমপিএল এর ৪টি এবং জেওসিএল এর ৩টি ফিলিং স্টেশনকে মামলা প্রদান করা হয়। মোবাইল কোর্ট পরিচালনাকালীন সময়ে পিওসিএল-র ৪টি, এমপিএল-র ৪টি জেওসিএল-র ৪টি ফিলিং স্টেশনে কোন অনিয়ম পরিলক্ষিত হয়নি। চেয়ারম্যান, বিপিসি জানান যে, গত সপ্তাহে দৈনিক পত্রিকায় একটি সংবাদ এসেছে যে, উত্তরবঙ্গের বাগাবাড়িতে পেট্রোলের সঙ্গে কেরোসিন মিশিয়ে বিক্রয় করা হচ্ছে। সংবাদ দেখার সঙ্গে সঙ্গে তাৎক্ষণিকভাবে বিপিসি হতে একটি কমিটি গঠন করে দেয়া হয়েছে। সভাপতি বলেন যে, কমিটির রিপোর্ট পাওয়ার পর দোষীদের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এ বিভাগের যুগ্মসচিব (অপারেশন) জানান যে, বাগাবাড়ি ডিপো ভিজিট করে তিনি ডিপোর প্রাচীরের চারপাশে অবস্থিত অসংখ্য দোকান ও স্থাপনা দেখতে পেয়েছেন, যা ডিপোর জন্য হুমকিস্বরূপ। এক্ষেত্রে স্থাপনাগুলো উচ্ছেদ করার জন্য একটি পত্র সড়ক বিভাগকে দেয়া হয়েছিলো। কিন্তু স্থাপনাগুলো সড়ক বিভাগ কর্তৃক অদ্যাবধি উচ্ছেদ করা হয়নি মর্মে সভায় জানানো হয়। এ বিষয়ে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগে পুনরায় পত্র দেয়ার জন্য সভাপতি মতামত ব্যক্ত করেন। সভায় দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানির ই-দরপত্রের তথ্যাদি উপস্থাপন করা হয়। যে সকল দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানির ই-দরপত্রের সংখ্যা কম রয়েছে তাদেরকে সংখ্যা বাড়ানোর জন্য সভাপতি নির্দেশনা প্রদান করেন।	প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর দোষীদের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। (ঘ) বাগাবাড়ি ডিপোর প্রাচীরের চারপাশে অবস্থিত অসংখ্য দোকান ও স্থাপনা উচ্ছেদের বিষয়ে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগে পুনরায় পত্র প্রেরণ করতে হবে। (ঙ) ই-দরপত্রের সংখ্যা বাড়াতে হবে এবং প্রতি সমন্বয় সভার পূর্বে ছক আকারে সুনির্দিষ্ট তথ্য প্রেরণ করতে হবে।	

৩.১৩	এপিএ বাস্তবায়নে দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানিগুলো সচেষ্ট রয়েছে মর্মে সভায় জানানো হয়। এপিএ চুক্তি বাস্তবায়নে প্রতিমাসে নিয়মিত সভা করা হচ্ছে। উপসচিব (বাজেট) জানান যে, ২০২০-২১ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি এপিএ'র কর্মসম্পাদন সূচকের বিপরীতে প্রমাণক প্রস্তুত ও দাখিলের বিষয়ে আগামী ০৫-০৫-২০২১ তারিখ দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানির এপিএ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নিয়ে একটি ওয়ার্কশপ আয়োজন করা হয়েছে। সিনিয়র সচিব মহোদয় কর্তৃক উক্ত ওয়ার্কশপ উদ্বোধন করা হবে।	বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) বাস্তবায়নে সকলকে আন্তরিকভাবে কাজ করতে হবে।	এপিএ টিম ও দপ্তর/সংস্থা/ কোম্পানি
৩.১৪	**মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন:** মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়। উপসচিব (প্রশাসন-২) সভায় জানান যে, 'বাংলাদেশ গ্যাস, তেল ও খনিজসম্পদ কর্পোরেশন আইন, ২০২১' খসড়া আইনটি মন্ত্রিসভার নীতিগত অনুমোদনের জন্য এ বিভাগ হতে গত ০৭-০২-২০২১ তারিখ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। খসড়া আইনটি মন্ত্রিসভা-বৈঠকে উপস্থাপনের প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। আগামী মন্ত্রিসভা-বৈঠকে খসড়া আইনটি উপস্থাপিত হতে পারে মর্মে সভায় জানানো হয়।	'বাংলাদেশ গ্যাস, তেল ও খনিজসম্পদ কর্পোরেশন আইন, ২০২১' খসড়া আইনটি মন্ত্রিসভা-বৈঠকে উপস্থাপনের বিষয়ে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।	প্রশাসন অনুবিভাগ ও পেট্রোবাংলা

৩.১৫	সভায় অবৈধ গ্যাস সংযোগ ও অবৈধ পাইপলাইন অপসারণ কার্যক্রমের অগ্রগতি বিষয়ে আলোচনা হয়। সভাপতি উল্লেখ করেন যে, টিজিটিডিসিএল এর আওতাধীনে ফ্রাঞ্চাইজ এরিয়ার অবৈধ গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্নের বিষয়ে শীঘ্রই বড় ধরনের কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। টিজিটিডিসিএলসহ অন্যান্য ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি কর্তৃক যে সকল গ্রাহকদের ডিমান্ড নোট ইস্যু হয়েছিলো আবাসিক সংযোগের জন্য কিন্তু টাকা জমা দেয়নি তাদেরকে আনুষ্ঠানিকভাবে পত্রের মাধ্যমে বাতিল করতে হবে। আবাসিক সংযোগ আর চালুর সুযোগ না থাকায় ডিমান্ড নোটের প্রেক্ষিতে যারা টাকা জমা দিয়েছিলো তাদেরকে ক্রস চেকের মাধ্যমে টাকা ফেরত দেয়ার বিষয়ে সভাপতি নির্দেশনা প্রদান করেন। ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানির ফ্রাঞ্চাইজ এরিয়াতে যারা অনেকদিন যাবত কর্মরত আছে তাদেরকে অন্যত্র বদলির বিষয়ে গৃহীত সিদ্ধান্ত পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, এ বিষয়ে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে এবং চলমান আছে।	(ক) অবৈধ গ্যাস সংযোগ ও অবৈধ পাইপলাইন অপসারণ কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। (খ) ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি কর্তৃক আবাসিক সংযোগের জন্য যে সকল গ্রাহকদের অনুকূলে ডিমান্ড নোট ইস্যু হয়েছিলো কিন্তু টাকা জমা দেয়নি তাদেরকে আনুষ্ঠানিকভাবে পত্রের মাধ্যমে বাতিল করতে হবে। (গ) আবাসিক সংযোগ আর চালুর সুযোগ না থাকায় ডিমান্ড নোটের প্রেক্ষিতে যারা টাকা জমা দিয়েছিলো তাদেরকে ক্রস চেকের মাধ্যমে টাকা ফেরত দেয়ার কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।	অপারেশন অনুবিভাগ/পেট্রোবাংলা/ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি
৩.১৬	**ব্লু ইকোনমি সেল:** সভাপতি বলেন যে, ব্লু ইকোনমির বিষয়ে সম্প্রতি একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সভায় ব্লু ইকোনমির কার্যক্রম নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। উক্ত সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সভাপতি নির্দেশনা প্রদান করেন।	ব্লু ইকোনমির কার্যক্রম বিষয়ে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরবর্তী সমন্বয় সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	পরিকল্পনা অনুবিভাগ/ ব্লু ইকোনমি সেল

৪. সভায় আর কোনো আলোচ্য বিষয় না থাকায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভাপতি সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

মোঃ আনিছুর রহমান
সিনিয়র সচিব, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ

স্মারক নম্বর: ২৮.০০.০০০০.০২১.০৬.০০১.১৭.১৬৮

তারিখ: ২৪ বৈশাখ ১৪২৮
০৭ মে ২০২১

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

১) চেয়ারম্যান, চেয়ারম্যান-এর দপ্তর, বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন

২) চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ করপোরেশন (পেট্রোবাংলা)

৩) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইন্সটিটিউট

৪) সকল কর্মকর্তা, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ

৫) মহাপরিচালক, খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি)

৬) মহাপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব), বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর

৭) অতিরিক্ত সচিব, অতিরিক্ত সচিবের দপ্তর (Blue Economy সেল), জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ

৮) মহাপরিচালক , হাইড্রোকার্বন ইউনিট

৯) সচিব, সচিব-এর দপ্তর, বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন

১০) প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শক, বাংলাদেশ, প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শক, বাংলাদেশ এর কার্যালয়, বিস্ফোরক পরিদপ্তর

১১) ব্যবস্থাপনা পরিচালক (সকল)

১২) প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, প্রতিমন্ত্রীর দপ্তর, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ

১৩) মাননীয় উপদেষ্টার একান্ত সচিব, বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

১৪) সিনিয়র সচিবের একান্ত সচিব, সিনিয়র সচিবের দপ্তর, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ

১৫) প্রোগ্রামার, আইসিটি শাখা, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ

মোছাম্মাৎ ফারহানা রহমান
উপসচিব